দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 5 MAY 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিডিও কনফারেন্সিং: শিক্ষা ব্যবস্থায় নব দিগন্ত

এই পদ্ধতির প্রসারের ফলে বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আজ আর শুধুমাত্র সে দেশের সম্পদ নন। তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির সম্পদে পরিণত হয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সারাবিশ্বে কয়েকজন সাধারণ মানের শিক্ষক ছাত্রদের যে ধরনের KNOWLEDGE সরবরাহ করতেন, এখন মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সেই কাজটি আরও ভালভাবে করতে পারবেন।

মালয়েশিয়ার MARA Institute of Technology গতবছর থেকে এ প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত কোম্পানীর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তির দক্ষতা শতকরা ৩৪.২ ভাগ। অন্যদিকে মুদ্রিত কোন বইয়ের দক্ষতা শতকরা ৪৭.৪ ভাগ। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই এ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আদান-প্রদান শুরু করেছে। চীন, জাপান, তাইওয়ান ও কোরিয়ার জাতীয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তির সফল ব্যবহার শুরু হয়েছে।

তবে এই প্রযুক্তি পৃথিবীব্যাপী ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে। সেটি হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। বিশ্বের দেশে দেশে ভাষাগত পার্থক্য থাকার কারণে এই প্রযুক্তিকে এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে globalize করা যাচ্ছে না। তবে তাই বলে বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন অনুবাদ প্রযুক্তির আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী শতকের গোড়ার দিকেই ভিডিও কনফারেন্সিং-এ পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী এক গ্লোবাল ক্লাসরুমের আওতায় এসে যাবে। বিশ্বের আনাচে-কানাচে এই প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে যাক। এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

❑ বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে শিহাব উদ্দিন